E-CONTENT PREPARED BY

Sri Dhananjoy Das
Assistant Professor
Department of Bengali

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal
(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)
NAAC Accredited "A" Grade College
(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours (Semester-III) in Bengali

Name of Course : মধ্যযুগের বাংলা পদাবলি

Topic of the E-Content

গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। চৈতন্যদেব বাইরে রাধা, অন্তরে কৃষ্ণ। শ্রেষ্ঠ চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমের স্বাদ এবং রাধারূপে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করবার জন্যেই গৌরসুন্দরের রূপ ধারণ করে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হন। কবি লিখেছেন-

'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অনন্য বিলয়ে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।।'

চৈতন্য-পূর্ববর্তী সময়ে রাধা-কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনেই বৈষ্ণব পদ রচিত হয়ে থাকে, কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে তাঁকে নিয়েও বৈষ্ণব পদকর্তারা পদ লিখতে শুরু করলেন। ফলে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বৈচিত্র্য এলো।

সাধারণভাবে গৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জীবন নিয়ে লেখা যেকোনো ধরনের পদকে আমরা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ বলে। আরো সহজ করে বললে বলা চলে যে পদের বিষয় গৌরাঙ্গদেব, সেই পদকেই আমরা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ বলব। গৌরাঙ্গদেবের লৌকিক জীবন, সন্ন্যাস ও নামকীর্তনের বর্ণনা, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ অবলম্বনে রচিত পদ এবং চৈতন্য-সহচরদের উদ্দেশ্যে ও সম্বন্ধে রচিত পদগুলো গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের উদাহরণ।

গৌরচন্দ্রিকার অর্থ হল ভূমিকা বা মুখবন্ধ। যে সমস্ত পদ্গুলি পালাবদ্ধ রসকীর্তনের মুখবন্ধ হিসেবে গাওয়া হয়, যে পদ গুলির মধ্যে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের আভাস পাওয়া যায় ও যে পদগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার আভাস পাওয়া যায়, সেই সব পদগুলিকে আমরা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। বস্তুতপক্ষে গৌরচন্দ্রিকা শুনেই শ্রোতারা বুঝতে পারবেন পালাকীর্তনে কৃষ্ণলীলার কোন পর্যায়ের গান অনুষ্ঠিত হবে।
ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে নরোত্তম ঠাকুরের উদ্যোগে খেতুরীতে যে কীর্তন-মহোৎসব হয়েছিল, তারই অন্যতম ফসল হচ্ছে 'গৌরচন্দ্রিকা'।

গৌরচন্দ্রিকা পদের বৈশিষ্ট্য

১। রসবদ্ধ পালাকীর্তনের আসরে মুখবন্ধ বা ভূমিকা হিসেবে গীত হবে।
২। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার আভাস এই পদের মধ্যে থাকবে।
৩। রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণের পরিচয় এই পর্যায়ের পদে থাকবে।
৪। পালাকীর্তনের বিষয় সম্পর্কে আভাস পাওয়া যাবে।
৫। চন্দ্রের কিরণে যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনাগান কে আলোকপাত করে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলায়।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের উদাহরণ:

‘নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ কমল-তলে-ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুব্ধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম রতন-ফল-বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।’

আলোচ্য পদটি ব্রজবুলি ভাষায় লেখা একটি উৎকৃষ্ট পদ। পদটির পদকর্তা গোবিন্দদাস। পদটি কী ধরনের পদ তা নিয়ে সমালোচকরা দ্বিধা বিভক্ত। পদটির বিষয় চৈতন্যদেবের জীবন। গৌরসুন্দরের রূপ ও মহিমা এতে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণের কিছুটা আভাস থাকলেও এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা আভাস নেই। তাই পদ আমাদের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ বলেই মনে হয়।

গৌরচন্দ্রিকা পদের উদাহরণ:

‘আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করি বয়ন অবলম্ব।।
পুন পুন গতাগতি কুরু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলেবনে চলই একান্ত।।
ছলছল নয়ন-কমল-সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ।।
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ।।’

পদটির পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুর। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। পূর্বরাগক্ষিন্ন রাধার পরিচয় এতে প্রকাশিত হয়েছে। পদটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার আভাস ও রয়েছে। পদটি পালাবদ্ধ রসকীর্তনের ভূমিকা হিসেবেও গীত হতে পারে। তাই এটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ।